ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম রেজার পদত্যাগের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ সেলিম রেজা পদত্যাগের দাবিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির একাংশ অবস্থান কর্মসূচি করে।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১২ টার সময় কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে অবৈধ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সেলিম রেজার পদত্যাগের দাবীতে এ অবস্থান কর্মসূচির পালন করা হয়।

অবস্থা কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু ও যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ।

অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, অবৈধ ভোটে নির্বাচিত হওয়া চেয়ারম্যান সেলিম রেজা সাধারণ মানুষদের হয়রানি করেছে। আমরা জেলা প্রশাসককের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই ইউনিয়ন পরিষদকে দ্রুত প্রশাসনের আওতায় আনার জন্য।

এছাড়াও এসময় জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলাল, বিএনপি নেতা ফরিদুল হক, রেজাউল, খাইরুল, জেলা যুবদলের সহসভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি নাহিদ মাহবুব সানিসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের গোলা উদ্ধার

মেহেরপুরে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের অবিস্ফোরিত কামানের একটি গোলা উদ্ধার উদ্ধার করা হয়েছে। মেহেরপুর সদর

উপজেলার কালাচাঁদপুর গ্রাম থেকে কামানের অবিস্ফোরিত এই গোলাটি উদ্ধার করেন পুলিশ।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের কালাচাঁদপুর গ্রাম দিয়ে প্রবাহিত ভৈরব নদী তীরের মাটি খনন কালে এটি পাওয়া যায়। খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশ গোলাটি উদ্ধার করে এসময় সেনাবাহিনীর একটি টিম সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সার্কেল আব্দুল করিম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, কালাচাঁদপুর গ্রামে ভৈরব নদের তীরে মাটি অপসারণের লক্ষ্যে খনন কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। মাটি খননের সময় কামানের গোলাটি মাটির ভিতর থেকে বের হয়ে যায়।। পরে শ্রমিকরা মেহেরপুর সদর থানা পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে কামানের গোলাটি উদ্ধার করে সদর থানা হেফাজতে নেন পুলিশ।

তিনি জানান, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত কামানের গোলা হিসেবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহার করা হলেও তা বিস্ফোরিত হয়নি বলে মনে করছেন পুলিশের এই কর্তাব্যক্তি। আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে বোমা ডিস্পোজাল ইউনিটের মাধ্যমে নিষিক্রয় করার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান তিনি।

স্থানীয়রা জানান, ১৯৭১ সালে এই এলাকায় বেশ কিছু গোলাবারুদ বিস্ফোরিত হয়। মনে হচ্ছে ওই সময়ে এই সময় থেকে কামানের এই গোলাটি অবিস্ফোরিত অবস্থায় মাটির নিচে পড়ে আছে।

মুজিবনগরে যুব সমাবেশ ও আহব্বায়ক কমিটি গঠন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সামাজিক উন্নয়ন, মাদক, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে যুব সমাবেশ ও আহব্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) বেলা বারোটার দিকে মুজিবনগর কমপ্লেক্স পর্যটন মোটেলে এক যুব সমাবেশের মধ্যে দিয়ে এ কমিটি গঠন করা হয়।

যুব সমাবেশে ইমরান হোসেনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন জাহঙ্গীর হোসেন, মিহিদুল ইসলাম, তরিকুল ইসলাম, আবির হোসেন, বায়োজিদ হোসেন।

এ সময় বক্তারা বলেন, এই যুব সংঘ মুজিবনগরকে মাদক মুক্ত করার লক্ষে বিশেষ ভাবে ভূমিকা রাখবে।

এছাড়া সামাজিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা,অসহায়- দরিদ্র শ্রেনীর মানুষকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজ করতে এই সংগঠনটি পরিচালিত হবে। যুব সমাবেশ শেষে ওমর ফারুককে আহব্বায়ক, হাবিবুর রহমান(বিকু) কে যুগ্ম আহব্বায়ক ও জাহাঙ্গীর হোসেনকে সদস্য সচিব করে ১১ সদস্য বিশিষ্ঠ কমিটি গঠন করা হয়।
কমিটি গঠন শেষে যুব সংঘের আহব্বায়ক ফারুক হোসেনের নেতৃত্বে একটি র্যালী বের করা হয়।

মেহেরপুর পৌর মেয়র রিটন, যুবলীগ নেতা পেরেশানসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুরে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে পৌর মেয়র জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম, যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান হিরণসহ ২৮ জনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ রবিবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শারমিন নাহারের আদালতে এ মামলা দায়ের করেন ইমন বিশ্বাস নামের এক ব্যক্তি। যার মামলা নম্বর সিআর ৯০৫/২৪। দণ্ডবিধির ১৮৬০ এর

১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৫৪/৩৮০/৩৮৩/৪২৭/৪৪৭/৫০৬(২)/১১৪/৩৪ ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।

মামলার বাদির পক্ষের আইনজীবী অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক শারমিন নাহার সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দেন।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন বোসপাড়ার যুবলীগ নেতা নাহিদ, শেখ পাড়ার রিয়েল, পেরেশানের ভাই সোহানুর রহমান বাদশা, ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন, যুবলীগ নেতা মাহাবুব খা, পেয়াদা পাড়ার লিখন, স্কুল পাড়ার ইয়ানুস, ভুমি অফিস পাড়ার তুফান, রাধাকান্তপুরের সাজিজুর রহমান সাজু, বড়বাজারের কাজল দত্ত, হোটেল বাজারের আব্দুল হাই, থানা রোডের মেজবাহ উদ্দিন, গড়পাড়ার সাংবাদিক মিজানুর রহমান অপু, ঘাটপাড়ার রিফাতুল, পেয়াদার পাড়ার মাহাবুব ডালিম, শারাফত আলী, ফৌজদারী পাড়ার হিরক, জাহাঙ্গীর, শেখ পাড়ার ফাহাদ, বাসস্ট্যাণ্ড পাড়ার সহিদুজ্জামান সুইট, মোনাখালীর আঙ্গুর, পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার রাফিউল ইসলাম, হোটেল বাজারের মিজানুর রহমান মিঠু, বিশ্বনাথপুরের আলমগীর সহ অজ্ঞাত ৫০/৬০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে বাদি বলেন, আমি মেহেরপুর পৌরসভার সরকারী বালিকা বিদ্যালয় পাড়াতে আমি বসবাস করেন। আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের একজন রাজনৈতিক কর্মী। ২০১৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ঘটনার তারিখে দেশের এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আমি মোবাইলের ফেসবুক থেকে “ইমন বিশ্বাস/যুবদল মেহেরপুর” উল্লেখে একটি রাজনৈতিক পোস্ট করি। যার শিরোনাম ছিল(দক্ষিণ এশিয়ার কুখ্যাত তিন নরঘাতক: মোদী, সুচি এবং হাসিনা। প্রথমজন: গুজরাটের কসাই হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছেন, দ্বিতীয়জন: আরাকানের ডাইনী হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছেন আর তৃতীয়জন নিজ দেশে ৫’শত লোককে গুম করে শাপলা চত্তরে আলেমদের হত্যা করে লাশ গুম করেন মাঝে মাঝে বিরোধীদের গুম করবার কারণে গুমকুমারী হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছেন।) মর্মে পোস্ট করলে আসামীরা আমাকে বিভিন্ন জায়গায় খোজাখুজি করতে থাকে। আমাকে না পেয়ে, আসামীরা সংঘবদ্ধ হয়ে ১ম ঘটনার সময়ে ১ম ঘটনাস্থলে আমার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে বাড়ীতে ভাংচুর ও লুটপাট করে ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি করে এবং ঘরে রক্ষিত নগদ আনুমানিক দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা চুরি করে নেয়। ৩ নং আসামী নাহিদ আমার স্ত্রীর পরনের কাপড়চোপর ধরে টানাটানি করে শ্লীলতাহানী করে ও তার শরীরে থাকা সোনার গহনা

(গলার হার ৬ আনা, কানের দুল ৩ আনা, হাতের বালা ১ ভরি) জোর করে ছিনিয়ে নেয়। পরে আমার মাতা মমতাজ বেগম ঠেকাতে আসলে আসামীরা তাকে ব্যপক মারধর ও শ্রীলতাহানী করে এবং তার শরীরে থাকা সোনার গহনা (গলার হার ১২ আনা, কানের দুল ২ আনা, হাতের চুরি ৪ আনা) জোর করে ছিনিয়ে নেয় এবং আমার মাকে আসামীরা জোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে আমার মার মাথার পিছনে মারাত্মক আঘাত লেগে আহত করে(তিনি পরবর্তীতে ১ বছর চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় মৃত্যুবরন করেন)।

পরে আসামীরা আমাকে যেখানে পাবে সেখানে হত্যা করবে মর্মে হুমকি দিয়ে আমার বাড়ী থেকে চলে আসে এবং মটরসাইকেল যোগে শহরের রাস্তায় আমাকে খোজাখুজি করতে থাকে। আমি তৎকালীন সময়ে এজটেক ঔষধ কোম্পানীর ডিস্টিবিউটর এর ব্যবসা করতাম। ঘটনার তারিখে আমি মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন ঔষধের দোকানে ঔষধ বিক্রয়ের টাকা আদায় করে বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছিলাম। এসময়ে নীলমনি সিনেমা হল রোডের পশ্চিম বোসপাড়া পেশকারের বাগানের সামনে দিয়ে যাবার সময়ে সামনের রাস্তা দিয়ে আসামীরা আসতে থাকে বিদ্যুতের আলোতে আসামীরা আমাকে দেখে চিনে ফেলে এবং ১-২ নং আসামীরা নির্দেশ দিয়ে বলে যে, ঐ যে ইমন ধর শালাকে, এসময়ে আমি দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে মটরসাইকেল যোগে পালাতে থাকে। পিছনে পিছনে আসামীরা আমাকে ধাওয়া করতে থাকে। আমি মটরসাইকেল যোগে ২য় ঘটনাস্থলে ২য় ঘটনার সময়ে উপস্থিত হলে সামনে মোড় থাকায় এবং লোকজন থাকায় আসামীরা আমাকে ধরে ঘিরে ফেলে। এসময়ে ১-২ নং আসামীর নির্দেশে আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ৩ নং আসামী নাহিদ তার হাতে থাকা জিআই পাইপ দিয়ে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আমার নাকের উপরে স্বজোরে আঘাত করে নাক ফাটিয়ে দিয়ে রক্তাক্ত জখম করে, এসময়ে ৪ নং আসামী রিয়েল তার হাতে থাকা জিআই পাইপ দিয়ে আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমার উপরে মাথায় মাঝ বরাবর স্বজোরে আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এসময়ে আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে ১১ নং আসামী তুফান তার হাতে থাকা জিআই পাইপ দিয়ে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আমার বাম চোখের ভুরুর উপরে স্বজোরে আঘাত করে যাতে কেটে ও ফেটে রক্তাক্ত জখম করে। এতে আমি সেখানে পড়ে গেলে সকল আসামীরা আমাকে ঘিরে ধরে তাদের হাতে থাকা ভোতা অস্ত্র দ্বারা আমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারাত্মক আঘাত করতে থাকে এবং সমস্ত শরীর নীলা-ফুলা জখম করতে থাকে।

এসময়ে অন্যান্য আসামীরা আমার মটর সাইকেলটি ভাংচুর করে আনুমানিক বিশ হাজার টাকার ক্ষয়-ক্ষতি করে। এসময়ে আসামীরা চিৎকার করে বলতে থাকে যে, শালা আমাদের নেত্রীর বিরুদ্ধে গুমকুমারী বলেছে তাই

শালাকে আজ খুন করে ফেল। এতে আসামীরা আমাকে একই ভাবে মারতে থাকে এবং আমার শরীরের উপরে উঠে লাথি মারতে থাকে এবং ৩ নং আসামী নাহিদ আমার প্যান্টের পিছনের বাম পকেটে থাকা মানিব্যাগটি চুরি করে নেয়। উক্ত মানিব্যাগে আমার আদায়ের ছাব্বিশ হাজার টাকা ছিল। এর পর আঘাতের যন্ত্রনায় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললে আসামীরা আমাকে মৃত ভেবে চলে যায়। এসময়ে সাধারণ পথচারীরা আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে গেলে, সেখানে পুলিশ এসে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের চিকিৎসায় আমার জীবন বেঁচে গেলে চিকিৎসকরা আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে নেয়।

মিথ্যা হয়রানীমূলক ভাবে উক্ত ১৭ নং আসামী মিজানুর রহমান অপু আমার নামে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন/২০০৬(সংশোধনী/২০১৩) এর ৫৭(২) ধারা মিথ্যা মামলা দিলে, চিকিৎসাধিন অবস্থায় পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে এবং ৩ দিন চিকিৎসা শেষে পুলিশ আমাকে উক্ত মিথ্যা মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করে।

পরবর্তীতে আমি থানায় গিয়ে অভিযোগ করতে চাইলে থানা কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক কারণে মামলা গ্রহণ করে নাই। এছাড়া আসামীদের হত্যার হুমকি থাকায় বাদী ভয়ে আদালতে মামলা করতে পারেন নাই।

মুজিবনগরে যুব সমাজের বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

মেহেরপুরের মুজিবনগরে কেদারগঞ্জ দর্শনা প্রধান সড়কের দুই পাশে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগিয়ে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য কেটে ফেলা গাছগুলোর শূন্যতা পূরণ করলো বল্লভপুর যুবসমাজ।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) সকাল দশটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের শিক্ষার্থী ও যুব সমাজের উদ্যোগে বল্লভপুর গুড নেইবারর্স হতে আটকবর প্রধান সড়কের দুই পাশে বৃক্ষ রোপনের উদ্বোধন করেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম।

এর আগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি’র ব্যানারে দেশের বায়ু দেশের মাটি, গাছ লাগিয়ে করবো খাটি এই স্লোগানে শিক্ষার্থী ও যুবসমাজ গাছ লাগিয়ে বাংলাদেশকে সবুজে ভরিয়ে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করেন।

এ সময় বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক লুক হরেন্দ্র বিশ্বাস রিঠুসহ স্কুলের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচির সার্বিক সহযোগিতায় থাকা সাইমন মন্ডল বলেন, রাস্তা বড় করার জন্য যে গাছগুলি কেটে ফেলা হয়েছে, তারপর থেকে রোদের যে তীব্রতা আমরা সেটা বুঝতে পারছি। তাই রোদের এই তীব্রতা থেকে বাঁচার জন্য এবং পরিপূর্ণ অক্সিজেন পেতে আমাদের যুব সমাজ, শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসীর আয়োজনে, এই উদ্যোগ। আমরা চাই আমাদের মত বাংলাদেশের সকল যুবসমাজ রাস্তার দুই পাশে বৃক্ষ রোপনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে সবুজে ভরিয়ে দিতে এগিয়ে আসবে।

উক্ত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে পথচারীদের মাঝে চারা বিতরণ সহ রাস্তার দু পাশে ৫৫০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপন করা হয়।

বানভাসি মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে ভ্যান চালক, শ্রমিক, দিন মজুর, ভিক্ষুক

ভ্যান চালক থেকে শুরু করে শ্রমিক, দিন মজুর, নারী ও শিশুরাও এগিয়ে এসেছেন বানভাসি মানুষের সাহায্যের জন্য। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সকলেই যেনো শামিল হয়েছেন এক কাতারে। সতস্ফূর্ত সহযোগীতার এ দৃশ্য গাংনী উপজেলা শহরের। বানভাসি অসহায় মানুষের সাহায্যের জন্য গতকাল শনিবার দিনভার গাংনী উপজেলা শহরে তিনটি গ্রুপ হয়ে অর্থ সংগ্রহ করেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এঁর অঙ্গ সংগঠন ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার ও গাংনী বাজার কমিটির উদ্যোগে এই অর্থ সংগ্রহ করেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, গাংনী শহরের বড় বাজার বাসস্ট্যান্ড, কাথুলি মোড়, থানার মোড় এলাকায় ছোট ছোট বাকস, ও ড্রামে করে টাকা সংগ্রহ করছেন। পথচারী, ব্যবসায়ী, নারী, পুরুষ, ভ্যান চালক, দিন মজুরসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ দানবাক্সে অর্থ সহায়তা দিচ্ছেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা মুজাহিদ, ফরিদুল ইসলাম পান্না, আজম, জীবনসহ তাদের ত্রিশ জন সদস্য অর্থ সংগ্রহে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহউদ্দিন শাওনের নেতৃত্বে মার্কেট মালিক সমিতির সহ-সভাপতি হাজী রবিউল ইসলাম, ব্যবসায়ী জিনারুল ইসলাম, হাফিজুল ইসলামসহ অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

এদিকে, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিনের নেতৃত্বে ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের সদস্য ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ, রাকিবুল ইসলাম রকি, নাসিম আহমেদ, সুমন রেজা, হুসাইন বাদশা, সম্রাট, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, গাংনী সাইন্স এন্ড টেকনলোজিত কলেজের পরিচালক নাজমুল হুসাইন, কলেজ শিক্ষক রফিকুল ইসলাম বকুল স্বেচ্ছায় হিসেবে অর্থ সংগ্রহ অভিযানে অংশ নেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিন জানান, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর সহযোগী সংগঠন ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের স্বেচ্ছাসেবীরা একদিনে প্রায় লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করেছেন।

এদিকে গাংনী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বাজার কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তারাও একদিনে কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই এসব টাকা পয়সা দূর্গত এলাকার বানভাসি অসহায় মানুষের মাঝে বিতরণ করা হবে।

বানভাসি মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে ভ্যান চালক, শ্রমিক, দিন মজুর, ভিক্ষুক

ভ্যান চালক থেকে শুরু করে শ্রমিক, দিন মজুর, নারী ও শিশুরাও এগিয়ে এসেছেন বানভাসি মানুষের সাহায্যের জন্য। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সকলেই যেনো শামিল হয়েছেন এক কাতারে। সতস্ফূর্ত সহযোগীতার এ দৃশ্য গাংনী উপজেলা শহরের। বানভাসি অসহায় মানুষের সাহায্যের জন্য গতকাল শনিবার দিনভার গাংনী উপজেলা শহরে তিনটি গ্রুপ হয়ে অর্থ সংগ্রহ করেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এঁর অঙ্গ সংগঠন ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার ও গাংনী বাজার কমিটির উদ্যোগে এই অর্থ সংগ্রহ করেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, গাংনী শহরের বড় বাজার বাসস্ট্যান্ড, কাথুলি মোড়, থানার মোড় এলাকায় ছোট ছোট বাকস, ও ড্রামে করে টাকা সংগ্রহ করছেন। পথচারী, ব্যবসায়ী, নারী, পুরুষ, ভ্যান চালক, দিন মজুরসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ দানবাক্সে অর্থ সহায়তা দিচ্ছেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা মুজাহিদ, ফরিদুল ইসলাম পান্না, আজম, জীবনসহ তাদের ত্রিশ জন সদস্য অর্থ সংগ্রহে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহউদ্দিন শাওনের নেতৃত্বে মার্কেট মালিক সমিতির সহ-সভাপতি হাজী রবিউল ইসলাম, ব্যবসায়ী জিনারুল ইসলাম, হাফিজুল ইসলামসহ অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

এদিকে, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিনের নেতৃত্বে ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের সদস্য ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ, রাকিবুল ইসলাম রকি, নাসিম আহমেদ, সুমন রেজা, হুসাইন বাদশা, সম্রাট, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, গাংনী সাইন্স এন্ড টেকনলোজিত কলেজের পরিচালক নাজমুল হুসাইন, কলেজ শিক্ষক

রফিকুল ইসলাম বকুল স্বেচ্ছায় হিসেবে অর্থ সংগ্রহ অভিযানে অংশ নেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিন জানান, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর সহযোগী সংগঠন ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের স্বেচ্ছাসেবীরা একদিনে প্রায় লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করেছেন।

এদিকে গাংনী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বাজার কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তারাও একদিনে কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই এসব টাকা পয়সা দূর্গত এলাকার বানভাসি অসহায় মানুষের মাঝে বিতরণ করা হবে।

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এই দুর্যোগের মোকাবেলা করতে হবে

মেহেরপুর জেলা সুজন ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া অফিসের যৌথ উদ্দ্যোগে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বানে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা চত্বর থেকে শোভাযাত্রাটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বাজার বাসস্ট্যান্ডে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুশানের জন্য নাগরিক (সুজন) এর মেহেরপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে ও গাংনী উপজেলা সুজনের সম্পাদক এ এস এম সায়েম পল্টুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাহাবুব আলম, ষোলটাকা ইউনিয়ন সুজনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক, ধানখোলা ইউনিয়ন সুজনের সভাপতি রফিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা জিজিএসের সভাপতি আব্দুর রব, মটমুড়া ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক ফোরামের সম্পাদক

নুরুজ্জামান, বামুন্দী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক ফোরামের সভাপতি সাইদুর রহমান, ইয়ূথ লিডার রাকিবুল ইসলাম রকি, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের ইউনিয়ন সমন্বয়কারীবৃন্দ প্রমুখ।

এসময় সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন গাংনী উপজেলা হাঙ্গার প্রজেক্ট এর সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দিন।

পদযাত্রা শেষে গাংনী বাজার কমিটি, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে বাজারে অর্থ সংগ্রহকারীদের সঙ্গে একাত্ব ঘোষণা করা হয় এবং সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে এ সংকটময় মুহূর্তে এগিয়ে আসার আহবান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে সুশাসনের জন্য নাগরিক প্লাফর্মের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেন, বন্যার্তদের সহযোগিতায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আজ বাঙালি জাতী এই সংকটময় মূহূর্তে ঐক্যবদ্ধ হয়েছোন। আমাদেরও এই সংকটময় মূহুর্তে ঐক্যবদ্ধতার পরিচয় দিতে হবে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়ে। সকলে একসাথে যেভাবে যেভাবে প্রাকৃতিক দূর্যোগ সিডর,আইলাসহ বিভিন্ন দুর্যোগময় পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করেছি। ঠিক সেভাবেই সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এই দুর্যোগের মোকাবেলা করতে হবে। আমাদের যার যা সামর্থ্য আছে তাই নিয়ে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

সাধারণ মানুষকে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান মেহেরপুরের শিক্ষার্থীদের

সাধারণ মানুষকে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন মেহেরপুরের বৈশম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা।
গতকাল শনিবার বিকেলে শহরের ডঃ শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে এ আহ্বান জানান শিক্ষার্থীরা।

এ সময় বৈশম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য ইমতিয়াজ আহম্মেদ

বলেন, দেশ একটা বিশাল ক্রান্তিকাল পার করছে। ছাত্র জনতার বিজয়ের পর থেকেই একটি চক্র ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এমন সময় ভয়াবহ বন্যা। আন্দোলনে সাধারণ মানুষ আমাদের পাশে ছিলো বলেই এ বিজয়। তাদের সহযোগীতার জন্য ছাত্র জনতার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। সেজন্য যার যতটুকো সাধ্য আছে ততটুকো নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ার সময় এসেছে।

সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এ দূর্যোগ মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে দেশ। এই দূর্যোগের মধ্য দিয়ে জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

বৈশম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলার সদস্য আরমা খাতুন, তামিম ইসলাম, তাহসিন রাব্বি সহ শিক্ষার্থীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবরের মুক্তির দাবিতে গাংনীতে বিক্ষোভ মিছিল

মিথ্যা মামলায় কারারুদ্ধ সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের নিঃসর্ত মুক্তির দাবিতে গাংনতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু’র দিক নির্দেশনায় সর্বস্তরের জনতা এই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে।

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির হাসপাতাল বাজার কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বড়বাজার শহীদ আবু সাঈদ চত্তরে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্র দলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক এম রাশেদুল ইসলাম রাশেদ, গাংনী পৌর যুবদলের

যুগ্ম আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনি, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ সভাপতি আব্দুল্লাহ আল হাসান শাওন।

এসময় গাংনী উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্র দল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ সর্বস্তরের জনগণ অংশ নেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সৈরাচারী জালিম সরকারের বাংলাদেশের সফল স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরকে মিথ্যা মামলায় আটক করে দীর্ঘদিন যাবৎ কারাগারে রেখে নির্যাতন করেছে। জালিম সরকার মিথ্যা জবানবন্দি আদায় করতে তাকে নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন করেছে। আমরা অবিলম্বে সাবেক সফল স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফজ্জামান বাবরের নি:শর্ত মুক্তি দাবি করছি।